১) প্রযুক্তির নাম	:	**ঝাড়শিম উৎপাদনে রাইজোবিয়াম অণুজীব সার, ভার্মিকম্পোস্ট ও রাসায়নিক সারের সমন্বিত ব্যবহার**
২) প্রযুক্তির বৈশিষ্ট্য	:	ঝাড়শিম চাষে ইউরিয়া সারের পরিবর্তে রাইজোবিয়াম অণুজীব সার (বারি আরপিভি-৭০২) ও ভার্মিকম্পোস্ট ব্যবহার করলে ফলন ভাল হয় এবং মাটির অবস্থাও ভাল থাকে। ঝাড়শিম গাছের শিকড়ে রাইজোবিয়াম নামক ব্যাকটেরিয়া গুটি বা নডিউল তৈরি করে। উক্ত ব্যাকটেরিয়া বায়ুমন্ডল থেকে নাইট্রোজেন সঞ্চায়ন করে ঝাড়শিম গাছকে দেয় এবং বিনিময়ে ঝাড়শিম গাছ থেকে নিজের জন্য কার্বোহাইড্রেট নেয়।
৩) প্রযুক্তির উপযোগিতা	:	অঞ্চল: গাজীপুর ও রহমতপুরসহ বাংলাদেশের বেশ কয়েকটি জেলায় বেলে দোআঁশ মাটিতে ঝাড়শিম চাষ করা যায়।
৪) মাঠ পর্যায়ের তথ্য	:	শস্য: ঝাড়শিম জাত: বারি ঝাড়শিম-১ **সারের মাত্রা:**

সারের নাম (বারি আরপিভি-৭০২)	সারের পরিমান (কেজি/হেক্টর)
অণুজীব সার	১.৫ কেজি
টিএসপি	৬০
এমওপি	১২৮
জিপসাম	৯৪
জিংক সালফেট	১৩
বোরিক এসিড	৪.৪৭
ভার্মিকম্পোস্ট (টন/হেক্টর)	৫

সার প্রয়োগ পদ্ধতি:
পরিমাণমত গাম বা শুধুমাত্র পানি দিয়ে বীজের সাথে অণুজীব সার মিশাতে হবে। ঠান্ডা ও শুকনো জায়গায় রেখে অণুজীব সার মিশ্রিত বীজ বাতাসে শুকাতে হবে। অণুজীব সার ছাড়া অন্যান্য সার জমি তৈরির শেষ চাষের সময় প্রয়োগ করতে হবে।

৫) প্রযুক্তি হতে ফলন/প্রাপ্তি	:	ফলন: ১৫.৮-১৬.৩ টন/হেক্টর ১.৫ কেজি/হেক্টর রাইজোবিয়াম ইনোকুলাম, ৫ টন/হেক্টর ভার্মিকম্পোস্ট ও ইউরিয়া বাদে অন্যান্য রাসায়নিক সার সমন্বিত ভাবে ব্যবহার করে অনুমোদিত মাত্রার রাসায়নিক সারের তুলনায় গাজীপুর ও রহমতপুরে ঝাড়শিমের শতকরা ২১-৪৬ ভাগ ফলন বৃদ্ধি সম্ভব।